বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৭ ...

15

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি অফিস ৫৭ দিন তালাবদ্ধ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ১২ এপ্রিল।–রেজিস্ট্রার নিয়োগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতার অবসান না হওয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘ ৫৭ দিন যাবৎ ভিসি অফিস তালাবদ্ধ থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। ভিসি, রেজিস্ট্রার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, হিসাব পরিচালক, লাই-ব্রেরীয়ানসহ অনেকগুরো পদে লোক না থাকায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। দীর্ঘ আট বছর যাবৎ রেজিস্ট্রার পদে কোন স্থায়ী নিয়োগ নাই। গত ১১ ডিসেম্বর সিন্ডিকেটের এক সভায় দুর্নীতির অভিযোগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কে এম আশরাফ হোসেন এবং হিসাব পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলামকে সাসপেন্ড করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে লাইব্রেরীয়ান পদটিশূন্য।

গত ৯ ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য রেজিস্ট্রার প্রার্থী হিসাবে মোঃ নজরুল ইসলামের নাম বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগদানের জন্য ভিসি প্রফেসর এম এ হামিদের নিকট দাবি জানায়। ভিসি দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্রঐক্য ভিসির অপসারণের আন্দোলন শুরু করে। তারা ১১, ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করে। পরে, তারা ১৪ ফেব্রুয়ারী ভিসি অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়।

এদিকে ছাত্রশিবিরও ভিসির প্রশাসনিক অযোগ্যতা, অবৈধ ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগে ১৮ ফেব্রুয়ারী ভিসি অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। আজ অবধি তালা খোলা হয়নি। এরপর উভয় সংগঠন ভিসি অপসারণের এক দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৮ মার্চ ছাত্রঐক্য ভিসির বাসভবনে তালা লাগিয়ে দেয় এবং ছাত্রশিবির বাসা অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ ২৮ ঘন্টা স্বপরিবারে অবরুদ্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সহযোগিতায় ছাত্রঐক্য তালা খুলে দিলে ২০ মার্চ প্রত্যুষে তিনি ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। পরে, রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্বরত ডঃ আশরাফ আলীকে অব্যাহতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী এস তৌহিদকে রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্ব দিলে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করেন।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর লুৎফর রহমান ভিসির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে চ্যান্সেলরের নিকট আবেদন করেছেন। অপরদিকে, বর্তমান ভিসি প্রফেসর এম এ হামিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জটিল অবস্থায় সময়মত পরীক্ষা ও ক্লাস না হওয়ায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন আজ অনিশ্চিত।